'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পত্রিকা ক্রমিক নং-৪২৩২৭, বাংলা পত্রিকা ক্রমিক নং-৩৩

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১৩ সংখ্যা
জুন, ২০১৯

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

Scanned with OKEN Scanner

পোষ্টমাষ্টার : নীরব বেদনার ভাষ্য

তীর্থরাজ বিশ্বাস

ছোটগল্প হ'ল আধুনিককালের একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-রূপ। উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বাংলা ছোটগল্পের জয়যাত্রা শুরু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই বাংলা ছোটগল্প সার্থক শিল্পরূপ লাভ করে। রবীন্দ্র-ছোটগল্পগুলি মূলত উনিশ শতকের নববই এর দশক থেকে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। জমিদারী দেখাশোনা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ, পতিসর, সাজাদপুরে অবস্থানকালে ঐ সমস্ত অঞ্চলের মানুষজনের সান্নিধ্যে আসেন। সেখানকার মানুষদের সুখ, দুঃখ, বেদনা, আশা, হাসি-কান্না ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হন। রবীন্দ্র-ছোটগল্পে তা রূপায়িত হয়েছে। পদ্মাতীরস্থ গ্রামবাংলার প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত সহজ সরল মানুষের সান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, ছোটগল্প রচনার ঐশী প্রেরণা জোগায়। জীবনদেবতা প্রসঙ্গ ঐ পরিমণ্ডলেই এসেছে। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের বিশেষত্ব হ'ল সেখানে ঘটনা অপেক্ষা ইঙ্গিতময়তা গল্পগুলিকে আকর্ষণ করে। কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পের সুখ-দুঃখের পরিচয়কে তিনি রূপায়িত করেছেন মানবমনের সঙ্গে নিজের মনকে মিলিয়ে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে মানুষ, প্রকৃতি ও রহস্যলোকের অতিপ্রাকৃতভাবের বিশেষ মিশ্রণ দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের হিতবাদী পর্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটি। হিতবাদী পর্বের একমাত্র 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পেই লক্ষ করা যায় গ্রামবাংলার প্রেক্ষাপট। রবীন্দ্রনাথ ২৯শে জুন ১৮৯২ (১৬ই আষাঢ়, ১২৯৯) সাজাদপুর থেকে ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লেখেন—"যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোষ্টঅফিস ছিল এবং আমি এঁকে (পোষ্টমাষ্টার) প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখন আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোষ্টমাষ্টার গল্পটি লিখেছিলুম, এবং গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল, তখন আমাদের পোষ্টমাষ্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন।"[১]

এই পত্র থেকে গল্পটির রচনার সময়, স্থান সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। একটি পোষ্টমাষ্টারের বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

"একটা কথা মনে রেখো, গল্প ফটোগ্রাফ নয়। যা দেখছি যা জানছি তা যতক্ষণ না ম'রে ভূত হয়, একটার সঙ্গে আরেকটা মিলে গিয়ে পাঁচটায় মিলে পঞ্চত্ব না পায় ততক্ষণ গল্পে তাঁদের স্থান হয় না।"[২]

বাস্তবের পোষ্টমাষ্টারের মতো গল্পের পোষ্টমাষ্টারও পাড়াগাঁয়ে চাকরি করতে এসে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়েন। গ্রাম্য পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হাঁফিয়ে ওঠেন। বারো-

Scanned with OKEN Scanner